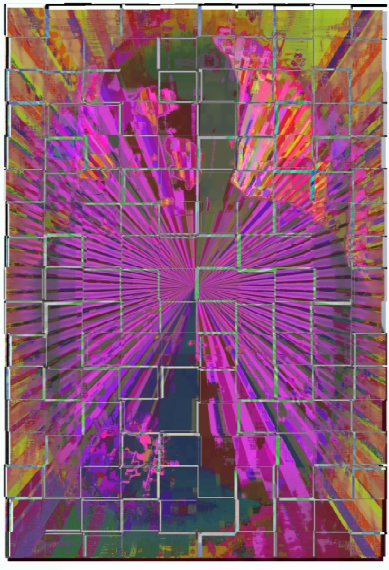

সম্পূর্ণা

* * *

গার্গী ভট্টাচার্য

Sampurna

GARGI BHATTACHARYA

+++

COPYRIGHTED MATERIAL

সম্পূর্ণা

* * *

গার্গী ভট্টাচার্য

Images; Internet, credit goes to them .

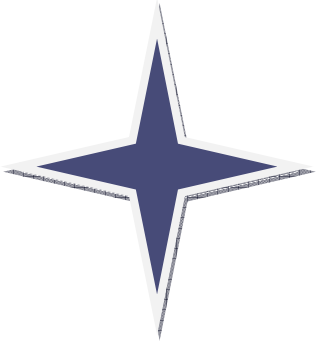

Bamakhepa Baba

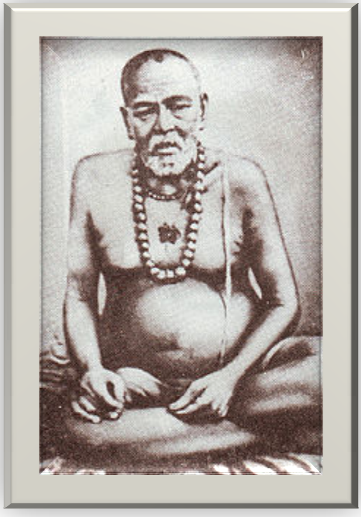

আমি-- আমার দেবদেবীরা যে জন্মেছিলেন নানান মানুষ হয়ে তাতে সত্যজিৎ রায়, বলরাম/বলদেব ও আমার ঠাম্মা বিজয়া রায় আদতে রোহিনী দেবী বলরামের পত্নী এটা না লিখে ভুল করে রেবতী টাইপ করে ফেলেছিলাম । এখানে শুধরে নিলাম । ভুল সংশোধন আরকি ।

মানুষ যখন পাখি ও পশু থেকে মানুষ হয় তখন সেটা নর্ম্যাল কিন্তু যদি তাকে মনুষ্য জন্ম থেকে উল্টোদিকে যেতে হয় অথবা দেবদেবী থেকে পশু জন্ম নিতে হয় তখন চেতনাটি অনেক কন্সট্রিক্ট মতন ফিল করে থাকে । তবে বড় বড় সাধকেরা এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে

যেতে সক্ষম কিন্তু তত যারা এগোনো সোল নয় তাদের সমস্যা হতে পারে তাই পাপ করলে যদি পশু যোনিতে জন্ম হয় তা খুবই কষ্ট সাপেক্ষ হয়ে যায় । যেমন যে পশ্চিমা দেশে থেকে বড় হয়েছে তার পক্ষে তৃতীয় বিশ্বতে বাস করা মুস্কিল হয় সেরকম আরকি ।

তাই সবসময় উত্তরণের দিকে যাওয়াই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সকলের ।

এমা রথস্চাইল্ড , ঐশ্বর্য রাই , মুকেশ আম্বানি , মার্ক জকারবার্গ , সদগুরু , সংগুরু শ্রোদিঙ্গী নবনীতা দেবসেন এদের সবার আত্মা আমার সাথে দেখা করে গিয়েছে ও বলে গিয়েছে যে তারা তাদের ইগো থেকে কাজ করছিলো তাই এমন হয়েছে । কিন্তু তারা এবার অন্য রকম

করতে আগ্রহী । এদের অঙ্গরক্ষক (স্পিরিট গাইড) ও শুভসাধক দেবদূত(গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল) এনারা এদের আনে যাতে এইসব পতিত আত্মার আরো পতন না হয় ও তাদের রুখে দেওয়া যায় ।

এই অঙ্গরক্ষক ও শুভসাধক দেবদূতদেরও আধ্যাত্মিক জীবনে সমস্যা হতে পারে যদি ঐসব আত্মাদের বেশি পতন হয়ে যায় সেটাও একটা কারণ ।

তার অর্থ ঐ অঙ্গরক্ষক ও শুভ সাধক দেবদূতগণ তাদের কাজ ঠিক মতন করতে অক্ষম হয়েছেন । সবার একজন বা বেশি করে অঙ্গরক্ষক ও শুভসাধক দেবদূত থাকে । এটা কোনো খ্রীস্টান কনসেপ্ট নয় বা সাইকিকদের বলা তত্ত্ব ও তথ্য নয় । এটাই ধ্রুব সত্য ।

সব সন্তের আলাদা আলাদা মিশন থাকে। যেই সন্ত দেবদেবী হিসেবে যেমন কাজ করেন পরেও কিছুটা সেরকম মিশন নিয়ে আসেন। যেমন যোদ্ধা সন্তরা ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে কাজ করতে আসেন আবার হিলিং দেন যেসব দেবতারা তাঁরা পরে হিলিং দেওয়া সন্ত হন এইরকম অনেকটা তবে অন্যরকমও সম্ভব।

এক্সেপশান প্রুভস দা রুল।

এই পৃথিবীতে সবরকম আত্মারা আসতে পারে নিজেদের আত্মার উন্নয়ন ও শিক্ষার জন্য। উচ্চস্তর ও মাঝারি।

এই ধরিত্রী ও স্বর্গ হল একে অন্যের টুইন ফ্লেম। অর্থাৎ এদের একই চেতনা থেকে

সৃষ্টি করা হয়েছে । ধরিত্রী হলেন আমাদের মাতা ও স্বর্গ পিতা ।

কিছুটা মোটাকোর হলেও এটাই সত্য ।

স্বর্গলোকগুলো হল আমাদের পিতা আর পৃথিবী মাতা ।

এখানে মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে নানান আত্মিক শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে আধ্যাত্মিক উপায়ে এগিয়ে আবার পিতার কাছে ফিরে যাই । এটাই হওয়া উচিৎ । তাই দেখা উচিৎ যেন আমাদের পতন না হয়ে যায় যা অত্যন্ত বেদনার । পিতৃলোকে ফিরে গিয়ে, কিছু সময় আনন্দে কাটিয়ে আবার এখানে আসি যাতে কিছু শিক্ষা নিয়ে আবার আধ্যাত্মিক উপায়ে এগিয়ে যেতে পারি

আমরা পরম জ্ঞানের দিকে । এইভাবে ধীরে ধীরে মিশে যেতে পারি পরম শান্তির সাথে । স্বর্গের চিকিৎসক - অশ্বিনী কুমারদ্বয় হলেন নর-নারায়ণের মতন টুইন ফ্লেম । হরিহর এক আত্মার মত । এক আত্মা দুটি দেহে । কলি যুগে এগুলি হয় যাতে মানুষের অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় । দুটি আত্মা নয় একটি আত্মাই দুই দিক থেকে উন্নতি করে মোক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে ।

ধন্বতরি দেব (ভগবান বিষ্ণুর রূপ) ও রুদ্র অবতার ভব: এনারাও রোগ ভোগ ও চিকিৎসার দেবতা বটে ।

সব মন্দিরে ও মসজিদে বা গীর্জায় কেউ না কেউ তো অর্চিত হন । সেইসব ঠাকুরেরা আদতে রয়েছেন মহাকাশে । সেই রূপ ধরেই । আসলে তাঁরা নানান যোগী ও সাধক যাঁরা ঐ পোস্টে উঠে পুজো নেন ও পরে এখানে জন্ম নিয়ে আবার আধ্যাত্মিক উপায়ে এগিয়ে মোক্ষ পেয়ে যান । কাজেই যত ধর্মস্থান তত দেবতা মহাজগতে । একজন দেবতা নন আদৌ । মন্দিরে যখন বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন কোনো এক যোগী বা সাধক সেই পুজো নিতে সেখানে অধিষ্ঠিত হন ভগবানের আদেশ মেনে । মসজিদ ও সায়নাগোগ্,গীর্জাতেও একই নিয়ম ।

কোনো তালিস্মান , মূর্তি , ডেইটি , বিগ্রহ , সমাধি এইসব শূন্য থাকেনা কখনো যদিনা তাতে ডিমন ও ডেভিল ওয়ার্শিপ হয়ে থাকে।

কোনো না কোনো ফরিস্তা বা দেবদেবী সেখানে উপস্থিত থাকেন ভগবানের নির্দেশ মেনে পুজো বা জপতপ নেবার জন্য। হিন্দুরা একেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা বলে থাকে।

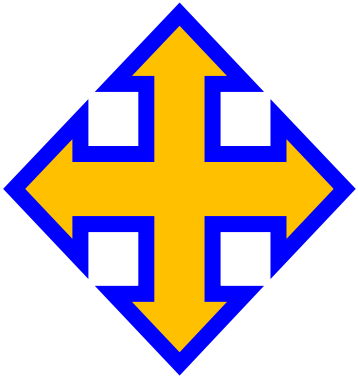

আমি মাত্র সাতবার জন্মেছি। তার মধ্যে পাঁচবার রাজ বংশে। একবার আয়ার ল্যান্ডে সাধারণ পরিবারে ও এবার সাধারণ পরিবারে। এরমধ্যে একবার এক জন্মে আমি ছিলাম হয়সালা রাজ বংশের রাজকুমারী। তখন আমার বাবা ছিলেন মহারাজ। এখন উনি বিজেপী লিডার লালকৃষ্ণ আদবানি; যিনি ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

সেইসময় আমাদের রাজধানী ছিলো খিরুভান্নামালাই। যা অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ও যেখানে শ্রী রমণ মহর্ষির আশ্রম রয়েছে।

আমি মহারাজার কনিষ্ঠা কন্যা ছিলাম। আমার সাথে বিয়ে হয় রাজবৈদ্য এর। উনি এই জন্মে হার্ট সার্জেন দেবী শেঠথী

। উনি একজন অশ্বিনী কুমার । এইজন্য এটা লিখছি যে থিরুভান্নামালাই এর সাথে আমার যুগ যুগের সম্পর্ক । হয়সালা রাজবংশ খুব নামী রাজবংশ ছিলো দক্ষিণীদের । তাই অরুণাচলের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই নিবিড় আর আমার গত জন্মে মৃত্যু হয় অরুণাচলের পাদদেশ এলাকায় । মহর্ষির আশ্রমের নিকটেই । আর এবারেও সেরকমই হবে । ওখানে যাঁরা, সাধুরা দেহত্যাগ করেন তাঁদের কেউ মারা গিয়েছে বলেনা বরং বলা হয় যে দে আর অ্যাবসর্ভড্ ইন দা অরুনাচলা । অর্থাৎ দা সুপ্রিম বিং ।

কাজেই সেই অপেক্ষায় রয়েছি আমিও ।

আনন্দম্ । নমস্কারম্ ।

জগতে যদি যা ইচ্ছে তাই করে পার পাওয়া যেতো আর কেউ শাস্তি পেতোনা আর কর্মভার বইতে হতোনা ও কর্ম ফলের খাঁড়া নিয়ে মহাবিশ্ব দাঁড়িয়ে থাকতো না তাহলে ভগবান স্বয়ং লাঠি হাতে নিয়ে নেমে পড়তেন দস্যু শিকার করতে।

কাজেই দুষ্কর্মের ফল মন্দই হয় যতই ব্ল্যাক ম্যাজিক করে তা ঢাকার উপায় সন্ধান করা হোক্ না কেন।আর কারো ঘাড়ে অন্যের কর্ম চাপানো সম্ভবও নয় যা অনেক ডার্ক প্রিস্ট চেষ্টা করে থাকে। এটা একমাত্র সাধকেরা স্বেচ্ছায় নিতে পারেন অথবা দেবদেবীরা , তাঁদের ভক্তদের তরী পাড় করানোর জন্য।

ম্যাজিক দিয়ে মন্দ কাজ বন্ধ করা ক্ষণিকের জন্য সম্ভব কিন্তু তা যখন ব্যাকফায়ার করবে তখন মাইটি হ্যারিকেনের মতন পতিত হবে সেই সোলের ওপরে । আর কেবল ক্ষয়ক্ষতি নয় অসুখ বিসুখ , জরা , মৃত্যু ও পরিবার পরিজন ধ্বংস সবই হয়ে যাবে । কাজেই শয়তানি শক্তির কাছে না গিয়ে আত্ম সমর্পণ করো । মহাজগতের কাছে । একটু শান্তি পাও । কিসের এত রাগ তোমার ? কার ওপরে ভাই ? দর্পণে তো নিজেকেই দেখো ভাই ? আয়নাটা ক্লিন করে নাও দেখবে তুমিই আছো কেবল অন্য কেউ নেই আর । মনে হয় অলসতা করে অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি তাই অন্য অবয়ব দেখছো । একটু

ক্লিন করে নাও দেখবো তুমি ব্যাতীত আর কেউ নেই যাকে এত জোরে জোরে চিমটী কেটে চলেছো। ক্রমাগত।

পাগলি সাইন আউট।

পাগলি তোমার সঙ্গে ফাটাফাটি এক্কা দোক্কা খেলবো এবার !

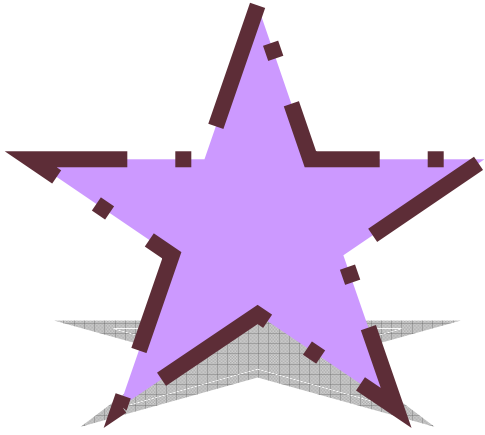

সমাপ্ত